প্রশ্ন ১ বাংলা আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যসাহিত্যে মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর >> বাংলা কাব্যসাহিত্যে, বিশেষত আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যে, মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা।

মধুসূদন বাংলা পয়ারের কাঠামোর মধ্যে অন্ত্যমিল তুলে দিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা অমিল প্রবহমান পয়ারের প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন 'পদ্মাবতী' নাটকের একটি জায়গায়। তারপর এই ছন্দে তিনি রচনা করেন চারটি সর্গে বিভক্ত একটি সম্পূর্ণ আখ্যানকাব্য— 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ)। সুন্দ-উপসুন্দ বধের জন্য তিলোত্তমা নামের অপ্সরা সৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনিকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে মধুসূদন দত্ত পরিবেশন করেন তাঁর এই কাব্যে।

মধুসূদন দত্তের সর্বাধিক পরিচিত কাব্য এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়টি সর্গে বিন্যস্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ)। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আরও পরিণত হয়ে উঠেছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ও একমাত্র শিল্পসার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য (Literary Epic)। এই কাব্যে মধুসূদন ভারতীয় মহাকাব্যের আদর্শকে বর্জন করে পাশ্চাত্য আদর্শকে গ্রহণ করতে চাইলেও ভারতীয় আদর্শকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। রামায়ণের কাহিনি ও চরিত্রগুলিকে তিনি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর এই কাব্যে রাম বা লক্ষ্মণ নন, রাবণ এবং মেঘনাদই নায়ক-সহনায়কে পরিণত হয়েছেন। কাব্যটির প্রশংসা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, '...the most valuable work in modern Bengali literature'।

প্রশ্ন ২ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর পরিচয় দাও। ৩+২

উত্তর >> মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দুটি কাব্যগ্রন্থ হল—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' হল গীতিকাব্য এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' হল পত্রকাব্য।

বীরাঙ্গনা কাব্য: এই কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সার্থক পত্রকাব্য রচনার দৃষ্টান্ত মধুসূদনই প্রথম স্থাপন করেন। রোমান কবি ওভিদের Heroides-এর অনুসরণে লেখা তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ আছে এগারোটি পত্র, যেমন—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, নীলধ্বজের প্রতি জনা, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, পুরুরবার প্রতি

উর্বশী ইত্যাদি। পুরাণ-মহাকাব্য ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত নারীচরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে নারীত্বের বিচিত্ররূপকে ধরতে চেয়েছেন কবি। আলোচ্য পত্রকাব্যগুলিতে কাব্যরসের সঙ্গে নাট্যরসেরও সার্থক সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

>> **ব্রজাঙ্গনা কাব্য:** মধুসূদনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য হল 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। কাব্যটির নায়িকা হলেন রাধা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এই কাব্যে রাধা একজন সাধারণ মর্ত্যমানবীরূপেই অঙ্কিত হয়েছে। কবির নিজস্ব স্বীকৃতি বা দাবি অনুযায়ী এটি 'ওড' (Ode) জাতীয় রচনা হলেও গীতিকবিতার মেজাজ কাব্যটিতে লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ৩ **মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা কাব্যগুলির নাম লিখে তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ কাব্যটির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।** ১+৪

উত্তর >> মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা বাংলা কাব্যগুলি হল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)। এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থটির নাম 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

>> **মেঘনাদবধ কাব্য:** নয়টি সর্গে বিন্যস্ত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের একমাত্র শিল্পসার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই কাব্যে সর্বোৎকৃষ্ট রূপ লাভ করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের যুগপৎ আদর্শে রচিত এই মহাকাব্যে রামায়ণের মাত্র তিন দিন ও দু-রাত্রের ঘটনাকে অবলম্বন করে কাহিনিটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণ নন, রাবণ-মেঘনাদই নায়ক-সহনায়কে পরিণত হয়েছেন। আলোচ্য কাব্যটিতে রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদার উক্তির মধ্যে দিয়ে নারীমুক্তির যে জাগরণ লক্ষ করা যায়, তা একান্তভাবেই মধুসূদনের অন্তরের ইচ্ছা। কবির এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নবজাগরণেরই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। মধুসূদনের এ কাব্যে উদাত্ত বীররস যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি তাকে অতিক্রম করেছে করুণরসের সুর-মূর্ছনা। ভাব, বিষয় ও আঙ্গিকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের বার্তাবহ। কাব্যটির প্রশংসা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, '... the most valuable work in modern Bengali Literature.'

প্রশ্ন ৪